দৈনিক বাংলা

70

তারিখ 26 JUN 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জহুরুল হক হলে গুলিতে তরুণ নিহত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে বুধবার মধ্যরাতে এক বহিরাগত তরুণকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নিহত তরুণের নাম মিঠু ওরফে লাকু।

রাত সাড়ে বারটায় জহুরুল হক হল বর্ধিত ভবনের টিভি রুমের সামনে মিঠু নিহত হয়।

কিন্তু জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদ এই হত্যাকান্ডের জন্য সলিমুল্লাহ হলে অব–

(আটের পাতায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

জহুরুল হক হলে গুলিতে তরুণ নিহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্থানরত ছাত্রলীগের (ম–ই) একটি গ্রুপকে দায়ী করেছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে বারটায় জহুরুল হক হলের টিভি রুমের দরজায় মিঠুকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ সময় টিভি রুমে ভিসিআরে ছবি দেখানো হচ্ছিল। মিঠুর বুকের একপাশ দিয়ে গুলি ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ মিঠুকে রাতেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জহুরুল হক হলের বর্ধিত ভবনের যে স্থানে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় সেখানে মেঝেতে গতকাল সন্ধ্যায়ও ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লেগে থাকতে দেখা যায়। হত্যাকান্ডের স্থান থেকে বর্ধিত ভবনের বাইরের মূল ফটকের দূরত্ব প্রায় ১৫ গজ। ভবনের বারান্দায় রয়েছে লোহার গ্রীল। জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ দাবী করেছেন যে সলিমুল্লাহ হল থেকে আগত সশস্ত্র যুবকরা মোটর সাইকেলযোগে এসে গেট থেকে টিভি রুম লক্ষ্য করে গুলি করে। সেই গুলিতেই লাকু নিহত হয়।

কয়েকজন আবাসিক ছাত্র জানিয়েছেন, বুধবার মধ্যরাতে তারা পরপর ৫/৬ রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান। কিন্তু পাল্টা গুলিবর্ষণের কোন শব্দ শুনতে পাননি।

বুধবার রাতে হত্যাকান্ড সংঘটিত হলেও ক্যাম্পাসের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তা জানতে পারে বৃহস্পতিবার সকালে। হত্যাকান্ডের ঘটনায় ক্যাম্পাসে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। পরিবেশ ছিল স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ।

নিহত মিঠু ওরফে লাকুর বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, সে ঢাকার নবাববাড়ি এলাকার পুকুরপাড়ে একটি বাড়িতে থাকতো। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পড়েছিল। কেউ লাশ দাবী করতে আসেনি।

ছাত্রলীগের কোন অংশই মিঠুকে তাদের কর্মী বলে স্বীকার করেনি।

এ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে রমনা থানায় একটি এফআইআর করা হয়েছে। এতে ঘটনার জন্য সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মী বিজির হায়াত লিজু, ইকবাল হোসেন অপু, আনোয়ার শাহাদাত, সাহাবুদ্দিন, নান্নু, হেলাল প্রমুখকে দায়ী করা হয়েছে।

জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের বক্তব্য

জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঠু হত্যাকান্ডের জন্য সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের দায়ী করেছে।

হল সংসদ কার্যালয়ে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে রাতে অস্ত্রধারীরা মোটর সাইকেলযোগে সলিমুল্লাহ হল থেকে এসে গুলি করে মিঠু ওরফে লাকুকে হত্যা করে। নেতৃবৃন্দ জানান, হলের আবাসিক ছাত্র মহিউদ্দীনের অতিথি লাকু রাতে টিভি রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিসিআর-এ প্রদর্শিত ছবি দেখছিল। বর্ধিত ভবনের গেট থেকে মোটর সাইকেলযোগে আগত অস্ত্রধারীরা গুলিবর্ষণ করে। এ সময় লাকু গুলিবিদ্ধ হয়।

হল ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ যে স্থানে লাকু গুলিবিদ্ধ হন তা সাংবাদিকদের ঘুরিয়ে দেখান।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান, হল ছাত্র সংসদের জিএস মাসুম আহমেদ, উপস্থিত ছিলেন এজিএস মিজানুর রহমান আরজু, ছাত্রলীগ (আজাদ–লনি) সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান লনি, সাখাওয়াত হোসেন সাকো, আবু তাহের প্রমুখ।

ছাত্রলীগের (ম–ই) মিছিল

জহুরুল হক হলে সংঘটিত হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (ম–ই) বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল হক শাকিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক পংকজ নাথ, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি শফিকুল আলম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

নেতৃবৃন্দ এ হত্যাকান্ডকে জহুরুল হক হলে অবস্থানরত বহিরাগত অস্ত্রধারীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল বলে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, জহুরুল হক হল থেকে বহিরাগতদের বিতাড়ণের জন্য সরকারের প্রতি বার বার আহ্বান জানানোর পরও সরকার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এই হত্যাকান্ডের দায়দায়িত্ব তাই সরকারও এড়াতে পারে না।